বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্মকর্তা - কর্মচারী কল্যাণ ট্রাষ্ট।
গঠণতন্ত্র

অনুচ্ছেদ সুচী

(১) শিরোনাম ও প্রয়োগ।

(২) ব্যাখ্যা।

(৩)পরিষদ গঠণ।

(৪) সাধারণ সদস্যপদ বা প্রত্যাহার

(৫) ব্যক্তিগত হিসাব

(৬) পরিষদের কার্যালয়।

(৭) পরিষদের মেয়াদ।

(৮) পরিষদের সম্পাদক ও সদস্যের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।

(৯) সম্পাদক ও সদস্যগণের দায়িত্ব গ্রহণ।

(১০) সম্পাদক ও সদস্যগণের পদত্যাগ।

(১১) সম্পাদক ও সদস্যগণের অপসারণ।

(১২) পদ শূন্য হওয়া।

(১৩) শূন্যপদ পূরণ।

(১৪) অনাস্থা প্রস্তাব।

(১৫) এড-হক কমিটি

(১৬) এ্যাড-হক কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ।

(১৭) এ্যাড-হক কমিটির দায়িত্ব

(১৮) সদস্যপদ পূনর্বহাল

(১৯) নির্বাচক মন্ডলী ও ভোটার তালিকা।

(২০) ভোটাধিকার।

(২১) নির্বাচন কমিশন।

(২২) নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়।

(২৩) নির্বাচন পরিচালনা।

(২৪) নির্বাচনী প্রতীক

(২৫) নির্বাচনের ফল প্রকাশ।

(২৬) পরিষদের কার্যভার গ্রহণ।

(২৭) পরিষদের প্রথম সভা।

(২৮) নির্বাচনী বিরোধ।

(২৯) নির্বাচনী দরখাস্ত।

(৩০) নির্বাচনী আপীল।

(৩১) পরিষদের কার্যাবলী

(৩২) এককালীন প্রাপ্য

(৩৩) আর্থিক সাহায্য

(৩৪) আবেদনের শর্ত

(৩৫) কল্যাণ-মূলক প্রকল্প।

(৩৬) চেয়ারম্যানের নির্বাহী ক্ষমতা।

(৩৭) পরিষদের সভা।

(৩৮) সাধারণ সভা

(৩৯) পরিষদ বাতিল ঘোষণা

(৪০) কমিটি গঠন।

(৪১) নথিপত্র ও প্রতিবেদন।

(৪২) বার্ষিক প্রতিবেদন।

(৪৩) পরিষদের কর্মচারী।

(৪৪) তহবিল গঠণ।

(৪৫) ব্যাংক হিসাব ও ক্যাশ

(৪৬) কল্যাণ তহবিলে অর্থ প্রদান

(৪৭) দরখাস্তের ফলাফল

(৪৮) তহবিলের প্রয়োগ

(৪৯) বাজেট প্রনয়ণ।

(৫০) হিসাবরক্ষণ

(৫১) হিসাব নিরীক্ষা

(৫২) ট্রাষ্টের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ।

(৫৩) জবাবদিহিতা

(৫৪) মাসিক চাঁদা

(৫৫) চার্জ এবং ফি নির্ধারণ

(৫৬) অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশ বাতিল

(৫৭) ট্রাষ্ট বিষয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ

(৫৮) দায়িত্ব হস্তান্তর

(৫৯) ক্ষমতা অর্পণ

(৬০) দূর্নীতি

(৬১) দূর্নীতির শাস্তি

(৬২) সংশোধন

(৬৩) নীতি বা তফসিল প্রণয়ন

(৬৪) নোটিশ জারী

(৬৫) অসুবিধা দূরীকরণ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব কামাল উদ্দিন হোসেনের পৃষ্ঠ পোষকতায় ও মাননীয় বিচারপতি জনাব আবদুর রহমান চৌধুরীর উদ্যোগে এবং অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এবং সুপ্রীম কোর্টের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দের সহযোগীতায় ১৯৮০ সালের ২৫শে এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাষ্ট, অতঃপর সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্ট হিসাবে অভিহিত, এর গঠণতন্ত্র বাতিল করিয়া সংশোধনী ও সংযোজনীসহ পূনঃ প্রণয়ন করা প্রয়োজন ও সমীচীন।

সেহেতু এত দ্বারা নিম্নরুপ গঠণতন্ত্র প্রণয়ন করা হইল।

অনুচ্ছেদ ঃ ১। শিরোনাম ও প্রয়োগ (ক) এই গঠণতন্ত্র সুপ্রীম কোর্ট কর্মকর্তা - কর্মচারী কল্যাণ ট্রাষ্ট গঠণতন্ত্র হিসাবে অভিহিত হবে।

(খ) ইহা আগামী ১লা জানুয়ারী ২০২০ হইতে কার্যকর হইবে।

(গ) ইহা সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্টের সকল বিষয়াবলীর উপর প্রয়োগ যোগ্য হবে।

(ঘ) কল্যাণ ট্রাষ্টের সাধারণ সদস্য নহেন এমন কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপর এই গঠণতন্ত্রের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

(ঙ) এই গঠনতন্ত্রে ১, ২, ৩ ক্রমিক গুলো অনুচ্ছেদ, ক, খ, গ ক্রমিক গুলো দফা, ও (i), (ii), (iii) ক্রমিক গুলো উপদফা হিসাবে অভিহিত হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২। ব্যাখ্যা ঃ বিষয়ের বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই গঠণতন্ত্রে-

(ক) 'সাধারণ সদস্য' অর্থ সুপ্রীম কোর্টি কল্যাণ ট্রাষ্টের তহবিলে মাসিক চাঁদা প্রদানকারী সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী।

(খ) 'নির্বাহী সদস্য' অর্থ সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্টের পরিষদের নির্বাহী সদস্য পদে সাধারণ সদস্যগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি।

(গ) 'তহবিল অর্থ' অনুচ্ছেদ ৪৫ এর অধীনে গঠিত তহবিল।

(ঘ) 'সাধারণ সম্পাদক' অর্থ সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্টের পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পদে সাধারণ সদস্যগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি।

(ঙ) 'সম্পাদক' অর্থ সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্টের পরিষদের সম্পাদক পদে সাধারণ সদস্যগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি।

(চ) 'নীতি বা তফসিল' অর্থ অনুচ্ছেদ ৬৬ এর অধীনে প্রণীত নীতি বা তফসিল।

(ছ) 'সদস্য' অর্থ কল্যাণ ট্রাষ্ট পরিষদের নির্বাচিত যেকোন ব্যাক্তি।

(জ) 'পরিষদ' অর্থ সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্টের কার্য নির্বাহী পরিষদ।

(ঝ) 'ট্রাষ্ট' অর্থ সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্ট।

(ঞ) 'ট্রাষ্ট বিষয়' অর্থ ক্যান্টিন, দোকান, ফার্নিচার বা আসবাবপত্র, কর্মচারীগণের মাসিক চাঁদা এফডিআর/সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি বুঝাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩। পরিষদ গঠণঃ (ক) নিম্নরুপ সদস্য/বক্তি গণের সমন্বয়ে সুপ্রীম কোট কল্যাণ ট্রাষ্ট পরিষদ গঠিত হবে, যথা-

(i) একজন চেয়ারম্যান-মাননীয় প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনয়ন সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণের মধ্য হতে একজন বিচারপতি ।

(ii) একজন সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান-পদাধিকার বলে সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল।

(iii) একজন যুগ্ম-সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে হাইকোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রার।

(iv) একজন ভাইস চেয়ারম্যান (নির্বাহী)-পদাধিকার বলে হাইকোর্ট বিভাগের পদোন্নতিপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠতম ডেপুটি রেজিস্ট্রার।

(v) একজন ভাইস চেয়ারম্যান (আপীল)-পদাধিকার বলে আপীল বিভাগের পদোন্নতিপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠতম ডেপুটি রেজিস্ট্রার।

(vi) একজন সাধারণ সম্পাদক-নির্বাচিত।

(vii) একজন যগ্ম সাধারণ সম্পাদক-নির্বাচিত।

(viii) একজন দপ্তর সম্পাদক-নির্বাচিত।

(ভx) একজন কল্যাণ সম্পাদক-নির্বাচিত।

(x) একজন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক-নির্বাচিত।

(xi) একজন মহিলা বিষয়ক সম্পাদক-নির্বাচিত।

(xii) একজন ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক-নির্বাচিত।

(xiii) একজন কোষাধ্যক্ষ-নির্বাচিত।

(xiv) বার জন নির্বাহী সদস্য-নির্বাচিত।

(খ) সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদকবৃন্দ, কোষাধ্যক্ষ ও নির্বাহী সদস্যবৃন্দ অনুচ্ছেদ ১৯ এর অধীনে গঠিত নির্বাচক মন্ডলীর ভোটে নির্বাচিত হইবেন।

৪। সাধারণ সদস্যপদ বাতিল বা প্রত্যাহারঃ (ক) কোন সাধারণ সদস্য ৩ (তিন) মাসের অধিক সময়ের জন্য মাসিক চাঁদা বকেয়া রাখিলে তাহার সাধারণ সদস্যপদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) কল্যাণ ট্রাষ্টের যেকোন সাধারণ সদস্য সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে চেয়ারম্যান বরাবর স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনের মাধ্যমে তার সাধারণ সদস্য পদ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান কর্তৃক তার পুনুর্বহালের আবেদন অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত তার সাধারণ সদস্যদপদ বহাল হইবে না।

(গ) কোন কর্মকর্তা কর্মচারীর সাধারণ সদস্যপদ দফা ক অনুযায়ী বাতিল হইলে বা দফা খ অনুযায়ী প্রত্যাহৃত হইলে তিনি তার সাধারণ সদস্যপদে পূনর্বহাল হইবেন না, যদি না-

(i) তার সাধারণ সদস্যপদ বাতিল বা প্রত্যাহৃত হইবার তারিখ হইতে সাধারণ সদস্যপদে পূর্ণবহাল হইবার তারিখ পর্যন্ত তাহার সাধারণ সদস্যপদ বাতিল বা প্রত্যাহৃত না হইলে যেই পরিমাণ টাকা মাসিক চাঁদা হিসাবে ট্রাষ্টকে পরিশোধ করিতে হইত সেই পরিমাণ টাকা এককালীন পরিশোধপূর্বক সাধারণ সদস্যপদ পুনুর্বহালের জন্য লিখিত আবেদন করেন।

(ঘ) কোন কর্মকর্তা কর্মচারী সাধারণ সদস্য পদ দফা ক অনুযায়ী বাতিল হইলে বা দফা খ অনুযায়ী প্রত্যাহৃত হইলে উক্ত কর্মচারী কর্তৃক জমাকৃত চাঁদাসহ সমুদয় অর্থ ট্রাষ্ট বরাবরে বাজেয়াপ্ত হইবে এবং তার সদস্যপদ পূনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত তিনি ট্রাষ্ট হতে কোন প্রকার প্রাপ্য বা আর্থিক সাহায্য দারী করতে পারবেন না।

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান কর্তৃক তার সদস্যপদ প্রত্যাহরের আবেদন অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত তার সাধারণ সদস্যদপদ বহাল থাকিবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫। ব্যক্তিগত হিসাবঃ (ক) ব্যক্তিগত হিসাব সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক সাধারণ সদস্যকে ব্যক্তিগত হিসাব বহি সরবরাহ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক সদস্যের জন্য ট্রাষ্ট কার্যালয়ে পৃথক পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(খ) ক্যান্টিন ও দোকানগুলোর পৃথক পৃথক হিসাব সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক ক্যান্টিন ও দোকানের পরিচালককে একটি হিসাব বহি সরবরাহ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক ক্যান্টিন ও দোকানের জন্য ট্রাষ্ট কার্যালয়ে পৃথক পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদঃ ৬। পরিষদের কার্যালয়ঃ সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্টের কার্যালয় সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণে অবস্থিত থাকবে।

অনুচ্ছেদঃ ৭। পরিষদের মেয়াদঃ সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্ট পরিষদের মেয়াদ অনুচ্ছেদ ২৭ অনুযায়ী পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠানের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর হইবে।

অনুচ্ছেদঃ ৮। পরিষদের সম্পাদক ও সদস্যগণের নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতাঃ

(ক) যোগ্যতাঃ কোন ব্যক্তি পরিষদের কোন পদে নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন যদি তিনি-

(i) ট্রাষ্টের সাধারণ সদস্য হন।

(খ) নির্বাচিত হবার অযোগ্যতা ঃ দফা ক-তে যাহাই থাকুক না কেন কোন ব্যক্তি পরিষদের কোন পদে নির্বাচিত হবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন যদি-

(i) তিনি ট্রাষ্টের সদস্য না থাকেন।

(ii) তাঁর বিরুদ্ধে ট্রাষ্টের বিষয় সম্পর্কিত কোন অভিযোগ তদন্তে প্রমানিত হয়।

(iii) কোন ফৌজদারী মামলায় ২ (দুই) বা ততোধিক বৎসরের সাজাপ্রাপ্ত হন।

(iv) তিনি একই সাথে একাধিক পদে প্রার্থী হন।

(v) তার চাকুরীর অবশিষ্ট মেয়াদ ০২ (দুই) বছরের কম হয়।

(vi) তিনি অব্যবহিত পূর্ববর্তী পরিষদ হইতে যদি দুর্ণীতির অভিযোগে অপসারিত হইয়া থাকেন।

(vii) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী পুরুষ ব্যক্তি হন।

(viii) তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলায় প্রদত্ত সাময়িক বরখাস্তের আদেশ বহাল থাকে।

অনুচ্ছেদঃ ৯। সম্পাদক ও সদস্যগণের দায়িত্ব গ্রহণঃ- (ক) সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদকবৃন্দ, কোষাধ্যক্ষ ও সদস্যবৃন্দ তাহাদের কার্যভার গ্রহণ করিবার পূর্বে তফসিল ৩-এ উল্লেখিত ফরমে স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক তার দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।

(খ) নির্বাচনের ফল প্রকাশের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদকসহ সকল পদের নির্বাচিত ব্যক্তিগণের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য ভাইস চেয়ারম্যান (নির্বাহী) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি পরিস্থিতিগত কারণে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কার্যভার গ্রহণ করা সম্ভব না হয় তাহলে ভাইস চেয়ারম্যান তা করিবেন না এবং এমতাবস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ চেয়ারম্যানের পরবর্তী নির্দেশনা অনুয়ায়ী কার্যভার গ্রহণ করিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদঃ ১০। সম্পাদক ও সদস্যগণের পদত্যাগঃ- (ক) সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদকবৃন্দ, কোষাধ্যক্ষ এবং নির্বাহী সদস্যবৃন্দ চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বাক্ষর যুক্ত পত্রের মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারবেন।

(খ) পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইবার পর পদ শূন্য হবে এবং ততদিন পর্যন্ত পদত্যাগকারী তার দায়িত্ব পালণ করতে থাকবেন।

অনুচ্ছেদঃ ১১। সম্পাদক ও সদস্যগণের অপসারণ ঃ- (ক) সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদকবৃন্দ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা, কোষাধ্যক্ষ ও সদস্যবৃন্দ স্বীয় পদ হইতে অপসারণ যোগ্য হইবেন যদি তিনি-

(i) যুক্তি সংগত কারণ ব্যতিরেকে পরিষদে পর পর ৩ (তিন)টি সভায় অনুপস্থিত থাকেন।

(ii) পরিষদের, সুপ্রীম কোর্টের বা রাষ্ট্রের হানিকর কোন কাজে জড়িত থাকেন।

(iii) দূর্নীতি বা অসদাচরণ বা নৈতিক স্খলন জনিত কারণে কোন ফৌজদারী বা বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত হন।

(iv) দায়িত্ব পালন করিতে অস্বীকার করেন অথবা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থের কারণে তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন।

(iv) ট্রাষ্টের কোন অর্থ বা সম্পত্তির কোন ক্ষতিসাধনের বা উহার আত্নসাতের জন্য দায়ী হন।

(খ) সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ বা কোন সদস্যকে দফা-ক- এ বর্ণিত কারণে তাঁহার পদ হইতে অপসারণ কর যাইবে না, যদি না তদুদ্দেশ্যে আহুত পরিষদের বিশেষ সভায় মোট সদস্য সংখ্যার অনুন্য দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে তাহার অপসারণের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং প্রস্তাবটি মাননীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(গ) দফা-খ- অনুযায়ী গৃহীত প্রস্তাব মাননীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত হইলে অনুমোদনের তারিখে সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ বা উক্ত সদস্য তাহার পদ হইতে অপসারিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

ঘ) এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অপসারিত কোন ব্যক্তি পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য কোন পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না।

অনুচ্ছেদঃ ১২। পদ শূন্য হওয়া ঃ- (ক) কল্যাণ ট্রাষ্টের পরিষদের সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও সদস্য পদ শূণ্য হইবে যদি তিনি-

(i) অনুচ্ছেদ ০৯ এর অধীনে কার্যভার গ্রহণে অস্বীকার করেন বা তফসিল ৩এ উল্লেখিত ফরমে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন।

(ii) অনুচ্ছেদ ৮ অনুযায়ী পদে থাকিবার অযোগ্য হয়।

(iii) অনুচ্ছেদ ১০ অনুযায়ী পদত্যাগ করেন।

(iv) অনুচ্ছেদ ১১ অনুযায়ী পদ হতে অপসারিত হন।

(v) মৃত্যুবরণ করেন।

(খ) কোন পদ শূণ্য হইলে উক্ত পদ শূণ্য ঘোষণা করিয়া সিনিয়র ভাইস চেয়াম্যান একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন।

অনুচ্ছেদঃ ১৩। শূন্যপদ পূরণ ঃ- সাধারণ সম্পাদক তাহার পদ হইতে অপসারিত হইলে তিনি যে নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন সেই নির্বাচনে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী কে চেয়ারম্যান পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিয়া শূন্য পদ পুরণ করিবেন। অথবা উক্ত পদে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পূনঃনির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন। অন্যান্য পদের বেলায় পদটি পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত শূন্য থাকিবে এবং চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক বা অন্য কোন সম্পাদক তার অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে শূন্য পদের দায়িত্ব পালন করবেন।

অনুচ্ছেদঃ ১৪। অনাস্থা প্রস্তাব ঃ- (ক) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সাপেক্ষে পরিষদের সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, নির্বাহী সদস্য বা পরিষদের উপর সুনির্দিষ্ট অভিযোগে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা যাইবে।

(খ) দফা ক অনুযায়ী অনাস্থা প্রস্তাব পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের স্বাক্ষরে লিখিতভাবে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান এর নিকট দাখিল করতে হবে।

(গ) অনাস্থা প্রস্তাব প্রাপ্তির পর সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ট্রাষ্টের ভাইস চেয়ারম্যান (নির্বাহী)কে অনাস্থা প্রস্তাবে বর্ণিত অভিযোগ তদন্তের নির্দেশে দিবেন।

(ঘ) অভিযোগ তদন্তে প্রমানিত হইলে ভাইস চেয়ারম্যান (নির্বাহী) অনধিক ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে পরিষদের একটি বিশেষ সভা আহবান করিবেন।

(ঙ) দফা ঘ তে উল্লেখিত বিশেষ সভায় মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যার তিন-পন্চমাংশ সদস্য সমন্বয়ে সভার ফোরাম গঠিত হইবে।

(চ) সভার উন্মোক্ত আলোচনায় সিদ্ধান্ত গৃহীত না হইলে অনাস্থা প্রস্তাবটির উপর গোপন ব্যালেটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করিতে হইবে।

(ছ) অনাস্থা প্রস্তাবটি ফোরামের কম পক্ষে পাঁচ ষষ্ঠাংশ সদস্য কর্তৃক গৃহীত হইতে হইবে।

(জ) ভাইস চেয়ারম্যান (নির্বাহী) সভা শেষ হইবার পর অনাস্থা প্রস্তাবের কপি, সভার সিদ্ধান্তসহ কার্যবিবরণী ও আনুষঙ্গিক কাগজ পত্র সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান এর মাধ্যমে চেয়ারম্যান বরাবর উপস্থাপন করিবেন।

(ঝ) অনাস্থা প্রস্তাবটি ভোটে গৃহীত না হইলে অথবা ফোরামের অভাবে সভা অনুষ্ঠিত না হইলে উক্ত তারিখের পর ৬(ছয়) মাস অতিক্রান্ত না হইলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের বিরুদ্ধে অনুরুপ কোন অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা যাইবে না।

(ঞ) পরিষদ কার্যভার গ্রহণ করিবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব অনয়ন করা যাবে না।

অনুচ্ছেদঃ ১৫। এ্যাড হক কমিটিঃ চেয়ারম্যান প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট এডহক কমিটি ঘোষণা করতে পারবেন। যার গঠণ হবে নিম্নরুপঃ-

আহ্বায়ক-পদাধিকার বলে ট্রাষ্টের ভাইস চেয়ারম্যান (নির্বাহী)।

সদস্য সচিব-চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন পদোন্নতিপ্রাপ্ত সহকারী রেজিস্ট্রার।

সদস্য-চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন বেঞ্চ অফিসার।

সদস্য-চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন সুপারিনটেনডেন্ট।

সদস্য-চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা।

অনুচ্ছেদ ১৬। এ্যাড-হক কমিটির দায়িত্ব গ্রহণঃ পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কার্যকরী পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে ব্যর্থ হলে অথবা অনুচ্ছেদ ৪০ অনুযায়ী পরিষদ বাতিলের ক্ষেত্রে বাতিল আদেশ প্রদানের তারিখে অনুচ্ছেদ ১৫ অনুযায়ী এ্যাড-হক কমিটি গঠণ করতে হবে। কার্যকরি পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩০ দিনের অব্যবহিত পর দিন অথবা পরিষদ বাতিলের ক্ষেত্রে বাতিল আদেশ প্রদানের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে এ্যাড-হক কমিটি দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এ্যাড-হক কমিটির আহবায়ক পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের মর্যাদা ভোগ করবেন।

অনুচ্ছেদঃ ১৭। এ্যাড হক কমিটির দায়িত্বঃ এ্যাড-হক কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের ০২ (দুই) মাসের মধ্যে একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচিত পরিষদের নিকট ট্রাষ্টের কার্যাবলী ন্যস্ত করিবেন এবং উল্লিখিত সময়ে দৈনন্দিন ও জরুরী কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন।

অনুচ্ছেদঃ ১৮। সদস্যপদ পূনর্বহালঃ পরিষদের কোন নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদকবৃন্দ, কোষাধ্যক্ষ ও নির্বাহী সদস্যবৃন্দ এই গঠণ তন্ত্রের বিধান অনুযায়ী সাময়িক ভাবে বরখাস্ত বা অপসারিত হইয়া অথবা অযোগ্য ঘোষিত হইয়া সদস্য পদ হারাইবার পর চেয়ারম্যান কর্তৃক তাহার উক্তরুপ সাময়িক বরখাস্ত আদেশ বা অপসারণ আদেশ রদ বাতিল বা প্রত্যাহার হইলে বা তাঁহার অযোগ্যতা অবলোপন হইলে, তাহার সদস্য পদ পূনর্বহাল হইবে এবং তিনি অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য স্ব-পদে বহাল হইবেন।

অনুচ্ছেদঃ ১৯। নির্বাচক মন্ডলী ও ভোটার তালিকা ঃ (ক) সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কর্মকর্তা ব্যতিত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী যারা কল্যাণ ট্রাষ্টের মাসিক চাঁদা পরিশোধ করেন তাদের সমন্বয়ে সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্টের পরিষদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচক মন্ডলী গঠিত হবে।

(খ) প্রত্যেক নির্বাচনের জন্য অনুচ্ছেদ ২১ এর অধীনে গঠিত নির্বাচন কমিশন কর্তৃক একটি ছবি সম্বলিত ভোটার তালিকা থাকবে।

(গ) নির্বাচক মন্ডলীর সদস্য নহেন এমন কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভূক্ত হওয়ার যোগ্য হবেন না।

(ঘ) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিবরণে সংযুক্ত ভোটার তালিকাভূক্ত কোন ব্যক্তি পরিষদের নির্বাচনের ভোট দানের পূর্বে যদি নির্বাচক মন্ডলীর সদস্য হইবার যোগ্যতা হারান তাহা হইলে তিনি উক্ত নির্বাচনে ভোট দানের যোগ্য হইবেন না।

অনুচ্ছেদঃ ২০। ভোটাধিকার ঃ- ভোটার তালিকায় অর্ন্তভূক্ত কোন ব্যক্তি সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, দপ্তর সম্পাদক, কল্যাণ সম্পাদক, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা, ধর্ম-বিষয়ক সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদগুলোর ক্ষেত্রে প্রত্যেক পদে ১ (এক)টি করে মোট ০৯ (নয়)টি এবং নির্বাহী সদস্য পদের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নির্বাহী সদস্য পদ প্রার্থীকে ০১ (এক)টি করে সর্বমোট অনধিক ১২ (বার) জন নির্বাহী সদস্য পদ প্রার্থীকে ভোট দান করতে পারবেন।

অনুচ্ছেদঃ ২১। নির্বাচন কমিশনঃ অনুচ্ছেদ ১৯ এর অধীনে নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান নিম্নোক্ত ব্যক্তি গণের সমন্বয়ে ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠণ করিবেন-

(i) স্পেশাল অফিসার যিনি কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার হইবেন।

(ii) হাইকোর্ট বিভাগের পদোন্নতিপ্রাপ্ত ডেপুটি রেজিস্ট্রার যিনি কমিশনের একজন কমিশনার হইবেন।

(iii) ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান কর্তৃক উপরোক্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত মনোনীত ০৩ (তিন) জন ব্যক্তি যারা কমিশনের কমিশনার হইবেন।

অনুচ্ছেদঃ ২২। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়ঃ নিম্নবর্ণিত সময়ে সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্ট পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে-

(ক) কার্যকরি পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্ববর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে।

(খ) উল্লিখিত ৪৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হলে কার্যকরি পরিষদের মেয়াদ শেস হবার ৩০ দিনের মধ্যে।

(গ) অনুচ্ছেদ ৪০ অনুসারে পরিষদ বাতিলের ক্ষেত্রে বাতিল আদেশ প্রদানের পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে।

অনুচ্ছেদঃ ২৩। নির্বাচন পরিচালনা ঃ (ক) অনুচ্ছেদ ২১ অনুযায়ী গঠিত নির্বাচন কমিশন এই গঠণতন্ত্র অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্ট পরিষদের সাধারণ নির্বাচন ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপনির্বাচন পরিচালনা করিবে।

(খ) দফা ক এর অধীনে নির্বাচনের জন্য নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে।
যথা ঃ-

(i) নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ এবং তাহাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;

(ii) প্রার্থী মনোনয়ন, মনোনয়ণের ক্ষেত্রে আপত্তি এবং মনোনয়ন বাছাই;

(iii) প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদেয় জামানত এবং জামানত ফেরত প্রদান বা বাজেয়াপ্ত করণ;

(iv) প্রার্থী পদ প্রত্যাহার ও প্রতীক বরাদ্দ;

(v) প্রার্থীগণের এজেন্ট নিয়োগ;

(vi) প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতি;

(vii) ভোট গ্রহণের তালিকা, সময় ও স্থান এবং নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়;

(viii) ভোটদানের পদ্ধতি;

(ix) ব্যালট পেপার এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজ পত্রের হেফাজত ও বিলি বন্টন;

(x) যে অবস্থায় ভোট গ্রহণ স্থগিত করা যায় এবং পূনরায় ভোট গ্রহণ করা যায়;

(xi) নির্বাচন ব্যয়;

(xii) নির্বাচনে দূর্নীতিমূলক বা অবৈধ কার্যকলাপ ও অন্যান্য নির্বাচন অপরাধ এবং উহার দন্ড;

(xiii) নির্বাচন বিরোধ, নির্বাচনী দরখাস্ত দায়ের নির্বাচন বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে ভাইস চেয়ারম্যান (আপীল) এর ক্ষমতা ও অনুসরণীর পদ্ধতিসহ আনুষংগিক বিষয়াদি এবং

(xiv) নির্বাচন সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়।

অনুচ্ছেদঃ ২৪। নির্বাচনী প্রতীকঃ নির্বাচন কমিশন যেইরূপ উপযুক্ত মনে করবেন সেইরূপ নির্বাচনী প্রতীক প্রার্থীদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করিবেন। তবে বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে এরুপ কোন প্রতীক বরাদ্দ দেয়া যাবে না।

অনুচ্ছেদঃ ২৫। নির্বাচনের ফল প্রকাশ ঃ- সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদকবৃন্দ, কোষাধ্যক্ষ ও সদস্য হিসাবে নির্বাচিত সকল ব্যক্তির নাম নির্বাচনের পর যত শীঘ্র সম্ভব নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ও সুপ্রীম কোর্টের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করিবে।

অনুচ্ছেদঃ ২৬। পরিষদের কার্যভার গ্রহণ ঃ- নির্বাচিত পরিষদ যে তারিখে প্রথম সভায় মিলিত হবে সে তারিখে পরিষদ কার্যভার গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদঃ ২৭। পরিষদের প্রথম সভা ঃ- অনুচ্ছেদ ৯ অনুযায়ী দায়িত্ব গ্রহণের পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে পরিষদের প্রথম সভা নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদকের আহবানে অনুষ্ঠিত হইবে।

অনুচ্ছেদঃ ২৮। নির্বাচনী বিরোধঃ নির্বাচনী বিরোধ এই গঠণতন্ত্রের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন বা নির্বাচনী কার্যকলাপ বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে অনুচ্ছেদ ২৯, ৩০ এর অধীনে নিষ্পত্তি করা যাবে।

অনুচ্ছেদঃ ২৯। নির্বাচনী দরখাস্ত ঃ- (ক) এই গঠণতন্ত্রের অধীনে অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচন বা গৃহীত নির্বাচনী কার্যক্রম বিষয়ে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

(খ) কোন নির্বাচনের প্রার্থী ব্যতীত অন্য-কোন ব্যক্তি নির্বাচন বা নির্বাচনী কার্যক্রম বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন ও প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন না

(গ) সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান এ সকল আপত্তি ও প্রতিকারের আবেদন নিষ্পত্তি করার জন্য কার্যাবলী ক্ষমতা ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করিয়া ভাইস চেয়ারম্যাণ (আপীল) এর উপর অর্পণ করিতে পারিবেন।

(ঘ) আবেদন দাখিলের ০২(দুই) দিনের মধ্যে অথবা নির্বাচনে অনুষ্ঠানের তারিখের মধ্যে যাহা আগে সংগঠিত হবে এর মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করিতে হবে।

অনুচ্ছেদঃ ৩০। নির্বাচনী আপীলঃ নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান এর সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত। সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপীল দায়ের করা যাবে না।

অনুচ্ছেদঃ ৩১। পরিষদের কার্যাবলী ঃ- সুপ্রীম কোট কল্যাণ ট্রাষ্টের নিম্ন বর্ণিত কার্যাবলী, ক্ষমতা ও অধিকার থাকবে। যথা-

(ক) কর্মকর্তা- কর্মচারীগণের জন্য বহুমুখী কল্যাণমুলক কার্যক্রম ও পদক্ষেপ গ্রহণ, মানসিক ও শারীরিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিভিন্ন খেলাধুলার ব্যবস্থা, আত্নসচেতনতাবোধ জাগাইবার জন্য ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সুকুমার বৃত্তির মননশীলতা বিষয়ক সভাদির আয়োজন করা, দুঃস্থ ও অসহায় কর্মকর্তা-কর্মাচারীগণের জন্য যথাসম্ভব সহানুভতি, সহযোগীতা ও অর্থিক সাহায্য সম্প্রসারণ করা।

(খ) গরীব কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অধ্যয়নরত সন্তানগণের সাহায্য প্রদান ও বিশেষক্ষেত্রে বৃত্তি প্রদান করা।

(গ) চিত্তবিনোদন ও নির্মল আনন্দ দানের জন্য খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা

(ঘ) দীর্ঘ দিন যাবৎ দূরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের এবং তাহাদের স্বামী/স্ত্রী ও তাহাদের উপর নির্ভরশীল পিতা, মাতা ও সন্তানদের কোন গুরুতর অসুখ হইলে এবং অসুখের চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ করিতে না পারিলে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রাদান করা এবং চাকুরীরত অবস্থায় মারা গেলে দুস্ত পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা ।

(ঙ) ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

(চ) জ্ঞান আহরনার্থে পাঠাগার স্থাপন করা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চিকিৎসার জন্য একটি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র স্থাপন করা।

অনুচ্ছেদঃ ৩২। এককালীন প্রাপ্যঃ (ক) ২০১০ সালে বা তার পূর্বে চাকুরীতে যোগদান করিয়া সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্ট কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত মাসিক চাঁদা পরিশোধ করিয়া আসিতেছেন এমন কর্মকর্তা কর্মচারী ২০২০ সালে অবসর গ্রহণ করিয়া অবসর গ্রহণের প্রমাণপত্র সংযুক্ত এককালীন প্রাপ্য অর্থ গ্রহণের আবেদন দাখিল করিলে ১,৬০,০০০/- (এক লক্ষ ষাট হাজার) টাকা প্রাপ্য হইবে। ২০৩৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সালে অবসরগ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ পূর্ববর্তী সালে অবসরগ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর এককালীন প্রাপ্য অর্থের তুলনায় পরবর্তী সালে অবসরগ্রহণকারী কর্মকর্তা কর্মচারীর এককালীন প্রাপ্য অর্থ ১০,০০০/- টাকা (দশ) হাজার টাকা বেশী হবে। কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী পি. আর. এল- এ গমণ করিয়া থাকিলে তিনি অবসরে গমণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন তিনি পি. আর. এল গমন করিয়াছেন এই মর্মে কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন চিঠিপত্র বা নোটিশ তার অবসর গ্রহণের প্রমানপত্র বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) ২০১১ সালে বা তার পরে চাকুরীতে যোগদান করিয়া সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্ট কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত মাসিক চাঁদা পরিশোধ করিয়া আসিতেছেন এমন কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসর গ্রহণ করিলে তিনি অবসর গ্রহণের প্রমাণপত্র সংযুক্ত করিয়া এককালীন প্রাপ্য অর্থ গ্রহণের দরখাস্ত করিলে তার চাকুরী জীবনে জমাকৃত মোট চাঁদার চারগুণ পরিমান এককালীন প্রাপ্য অর্থ গ্রহণ করিবার অধিকারী হইবেন।

(গ) দফা ক, খ ও ঘ তে যাহাই থাকুক না কেন কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী যে সালেই চাকুরীতে যোগদান করেন না কেন তিনি চাকুরীতে যোগদানের ১০ (দশ) বছরের মধ্যে চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে ১,০০,০০০(এক লক্ষ) টাকা এককালীন প্রাপ্য অর্থ গ্রহণ করিবার অধিকারী হইবেন।

(ঘ) কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী অনূন্য ৩ বৎসর ও অনূর্দ্ধ ১০ বৎসর চাকুরীকালে চাকুরী হইতে ইস্তফা দিলে তার জমাকৃত টাকার দেড়গুণ পরিমাণ টাকা তার এককালীন প্রাপ্য অর্থ হিসেবে গ্রহণ করিবার অধিকারী হইবেন।

(ঙ) কোন কর্মকর্তা কর্মচারীর চাকুরীতে যোগদানের তিন বৎসরের মধ্যে চাকুরী হইতে ইস্তফা দিলে তিনি শুধু তার জমাকৃত টাকা এককালীন প্রাপ্য অর্থ হিসেবে গ্রহণ করিবার অধিকারী হইবেন।

(চ) কোন সদস্য ১০ বছরের অধিক কাল চাকুরী করিয়া চাকুরীর মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে চাকুরী হইতে ইস্তফা দিলে তফসিলের এককালীন অনুদানের ছক অনুযায়ী অনুদান প্রাপ্য হইবেঃ-

$$\text{এককালীন প্রাপ্য অর্থ} = \frac{\text{এককালীন প্রাপ্য অনুদান} \times (\text{চাকুরীর বয়সের মোট বছর}-১)}{২৫} = \text{টাকা}$$

অর্থাৎ কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী যে সালে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন সেই সালের জন্য প্রদর্শিত এককালীন প্রাপ্য অর্থকে ঐ কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকুরী কালের মোট বছর থেকে ১ বছর বিয়োগ করে যে বিয়োগফল পাওয়া যাবে তা দিয়ে গুণ করিয়া গুণফলকে ২৫ দিয়া ভাগ করিলে যে ফল পাওয়া যাবে তাহাই হবে ঐ কর্মকর্তা-কর্মচারীর এককালীন প্রাপ্র অর্থ।

অনুচ্ছেদঃ ৩৩। আর্থিক সাহায্যঃ অনুচ্ছেদ ৩১ এর দফা ঘ অনুযায়ী আর্থিক সাহায্যের নীতি ও পদ্ধতি-

(ক) সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্টের ফান্ডে তার মাসিক চাঁদা বকেয়া থাকে বা সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্টের সাধারণ সদস্য নহেন এমন কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা যাইবে না।

(খ) জরুরী চিকিৎসায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, দূর্ঘটনা, অস্ত্রোপাচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে একজন কর্মচারীকে অনূর্দ্ধ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা যাইবে।

(গ) একজন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে তার চাকুরী জীবনে সর্বমোট ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান করা যাইবে।

(ঘ) একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত আর্থিক সাহায্য চাকুরী শেষে তাহার প্রাপ্য এককালীন অর্থ হইতে কর্তন করা হইবে না।

(ঙ) কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী বা তার পিতা-মাতার বা তার স্বামী/স্ত্রী বা তার উপর নির্ভরশীল তার কোন অবিবাহিত সন্তান কোন জটিল রোগে আক্রান্ত হইয়া গুরুতর অসুস্থ হইয়া চিকিৎসাধীন থাকিলে তাদের চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী আবেদনের প্রেক্ষিতে চাকুরীর শেষে তার এককালীন প্রাপ্য অর্থের সর্বোচ্চ ৪০% (শতকরা চল্লিশ) পর্যন্ত অগ্রীম গ্রহণ করতে পারিবেন।

(চ) চাকুরীর স্থায়ী হয়নি এমন কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী অগ্রীম গ্রহণ করার যোগ্য হইবেন না।

(ছ) অগ্রীম গৃহীত অর্থ চাকুরী শেষে এককালীন প্রাপ্য অর্থ হতে কর্তন করা হইবে।

(জ) সুপ্রীম কোর্টের একজন কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিলে তাহার চাকুরীর বয়স, কল্যাণ ট্রাষ্টে মাসিক চাঁদা প্রদান ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় না নিয়ে তাকে তৎক্ষনাৎ ২০,০০০(বিশ হাজার) টাকা সৎকার সাহায্য করতে হবে, যা তার চাকুরী শেষে প্রাপ্য এককালীন অর্থ হতে কর্তন করা হবে না।

(ঝ) আর্থিক সাহায্য ও অগ্রীম গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী যিনি সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্টে মাসিক চাঁদা পরিশোধ করেন তার নিজ এবং নির্ভরশীল পিতা, মাতা, স্ত্রী/স্বামী ও সন্তানদের চিকিৎসা বাবদ সাহায্যের আবেদন বিবেচনা করা হইবে। এক্ষেত্রে ভাই-বোন, কিংবা বিবাহিত ছেলে মেয়ে বা অন্যকারো বিষয় বিবেচনা করা হইবে না।

(ঞ) আর্থিক সাহায্যের জন্য দাখিলকৃত প্রত্যেকটি দরখাস্ত কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক পরীক্ষান্তে বিস্তারিত প্রতিবেদনসহ পরিষদের সভায় অনুমোদন করতে হবে।

(ট) সভার অনুমোদনসহ প্রত্যেকটি দরখাস্ত সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হইলে অনুচ্ছেদ ৪২ এর দফা গ অনুযায়ী নথিতে উপস্থাপন করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদঃ ৩৪। আবেদনের শর্তঃ (ক) কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর কল্যাণ ট্রাষ্ট হইতে এই গঠণতন্ত্রে বর্ণিত যেকোন বর্ণনার অর্থ প্রাপ্তির জন্য আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না তিনি তার আবেদনে নিম্নোক্ত তথ্যগুলোর সন্নিবেশ করেন এবং সমর্থনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করেন-

(i) যোগদানের তারিখ
(ii) চাকুরীকাল
(iii) পাসপোর্ট সাইজের ২ (দুই) কপি ছবি

(খ) এককালীন প্রাপ্য অর্থ ও আপদকালীন সাহায্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না যদি না তিনি তার আবেদনে নিম্নোক্ত তথ্য সন্নিবেশ করেন এবং সমর্থনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করেন-

(i) অবসরগ্রহণের তারিখ অথবা মৃত্যুর তারিখ

(ii) অবসরগ্রহণের ছাড়পত্র অথবা মৃত্যু সনদ

(iv) নমিনী বা প্রতিনিধি নিয়োগ সংক্রান্ত ছবিসহ প্রমাণপত্র

(গ) অগ্রিম গ্রহণের আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না তিনি তার আবেদনের সাথে অসুস্থতার সমর্থনে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র বা হাসপাতালে ভর্তির সনদ সংযুক্ত করেন।

অনুচ্ছেদঃ ৩৫। কল্যাণমূলক প্রকল্পঃ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সার্বিক উন্নতির জন্য অবস্থার প্রেক্ষিতে অনুচ্ছেদ ৩১ এ উল্লেখিত কার্যক্রম সমুহ ছাড়াও ভবিষ্যতে যে কোন কল্যাণমূলক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যাইবে।

অনুচ্ছেদঃ ৩৬। চেয়ারম্যানের নির্বাহী ক্ষমতাঃ (ক) সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্টের উদ্দেশ্য সাধন ও পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কল্পে চেয়ারম্যান ট্রাস্টের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে গণ্য হইবেন।

(খ) এই গঠণতন্ত্রের অন্যান্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয় সমূহকে ক্ষুন্ন না করিয়া চেয়ারম্যান নিম্নরুপ দায়িত্ব সমুহ পালন করিবেন, যথা-

(i) তিনি পরিষদের সকল সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং সভা পরিচালনা করিবেন।

(ii) পরিষদের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর কাজকর্ম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

(iii) ট্রাষ্টের ব্যয় মিটানো ও পাওনা আদায়ের জন্য কোন নির্বাচিত প্রতিনিধিকে ক্ষমতা অর্পণ করবেন।

(iv) ট্রাষ্টের কোন সাধারণ সদস্যকে ট্রাষ্টর কোন বিশেষ দায়িত্ব পালনের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন

(v) চেয়ারম্যান এই গঠণতন্ত্রের বিধানের পরিপন্থী নয় এইরুপ জরুরী কাজ সম্পাদনের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং এই ধরনের কার্য সম্পাদনের ব্যয় ভার কল্যাণ তহবিল হইতে বহনের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(vi) এই গঠণতন্ত্রের পরিপন্থী কোন কাজ এবং প্রশাসনিক বিশৃংখলা সৃষ্টির কারণে পরিষদের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী বা প্রতিনিধির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদঃ ৩৭। পরিষদের সভা ঃ- (ক) সাধারণ সম্পাদকের আহবানে সুপ্রীম কোট কল্যাণ ট্রাষ্ট পরিষদ প্রতি ০২ (দুই) মাসে কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবে এবং উক্ত সভা অফিস সময়ের মধ্যে করতে হবে।

(খ) দফা ক অনুযায়ী সাধারণ সম্পাদক সভা আহবান করিতে ব্যর্থ হইলে বা অন্য কোন কারণে অনূন্য দুই তৃতীয়াংশ নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সাধারণ সম্পাদককে লিখিতভাবে অনুরোধ করলে তিনি ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে একটি সভা আহবান করিবেন যা আহবানের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।

(গ) দফা ক ও খ তে উল্লেখিত সভা অনুষ্ঠান না করিলে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে অনুষ্ঠেয় সভা আহবান করিবেন।

(ঘ) সাধারণ সম্পাদক যদি কোন সভায় অনুপস্থিত থাকেন তাহলে সভার গৃহীত কোন সিদ্ধান্তে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের পক্ষে ভোট দান করেছেন বলে গণ্য হবেন। তবে তিনি অনিবার্য কারণে দফা ক ও খ এর ক্ষেত্রে নোটিশের মাধ্যমে সভা অনুষ্ঠানের তারিখ পরিবর্তন করতে পারবেন

(ঙ) প্রত্যেক সভা আহবানের বিজ্ঞপ্তি ট্রাষ্টের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ বা জারী করতে হবে। সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ২ (দুই) দিন পূর্বে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ বা জারী করতে হবে।

(চ) সদস্যগণের মোট সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে তবে কোরামের অভাবে কোন সভা মুলতবী হইলে মুলতবী সভায় কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না।

(ছ) পরিষদের সভায় সকল সিদ্ধান্ত উপস্থিত সদস্যগণের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইবে।

(জ) প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে সাধারণ সম্পাদক নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন অথবা উল্লিখিত সকলের অনুপস্থিতিতে যিনি সভাপতিত্ব করিবেন তিনি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(ঞ) কোন কোন সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট গৃহীত হইয়াছে বা হয় নাই তাহা সাধারণ সম্পাদক উক্ত সভায় স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিবেন।

(ট) প্রত্যেক সভার সামগ্রিক বিবরণী রেজুলেশন আকারে ট্রাষ্ট কার্যালয়ে সংরক্ষণ করিতে হইবে। প্রত্যেক সাধারণ সদস্য নির্ধারিত ফি জমাদানপূর্বক রেজুলেশনের প্রতিলিপি সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

(ঠ) জরুরী প্রয়োজনে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার বিজ্ঞপ্তিতে সভা অনুষ্ঠান করা যাইবে।

অনুচ্ছেদঃ ৩৮। সাধারণ সভা ঃ- (ক) সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্টের বার্ষিক সাধারণ সভা অবশ্যই ইংরেজী ডিসেম্বর মাসে কোর্টের অবকাশ কালীন ছুটির পূর্বে হইতে হইবে। বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পূর্বে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে এবং যথাসম্ভব ঘোষণা করে প্রচার করতে হবে। ইহা ব্যতীত বৎসরের যে কোন দিন মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিন পূর্বে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া প্রয়োজনবোধে বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করিতে পারবেন।

(খ) মোট সাধারণ সদস্যের এক সপ্তমাংশের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে, তবে কোরামের অভাবে সভা মুলতবী হইলে মুলতবী সভায় কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(গ) উপস্থিতি সদস্যগণের সংখ্যা গরিষ্ঠের কণ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

(ঘ) কোন কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে বা হয় নাই তাহা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিতে হইবে।

অনুচ্ছেদঃ ৩৯। পরিষদ বাতিল ঘোষণাঃ (ক) যদি চেয়ারম্যান এইরুপ অভিমত পোষণ করেন যে, সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্ট-

(i) ৬ (ছয়) মাসে কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠান করিতে ব্যর্থ হইয়াছে;

(ii) উহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ বা ক্রমাগতভাবে উহার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইতেছে;

(iii) উহার প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ;

(iv) সাধারণত এইরুপ কাজ করে যা সাধারণ সদস্যগণের স্বার্থ রিরোধী;

(v) অন্য কোনভাবে উহার ক্ষমতার সীমালংঘন বা ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে বা করিতেছে;

তাহা হইলে চেয়ারম্যান লিখিত আদেশে উক্ত পরিষদ বাতিল করিয়া অনুচ্ছেদ ১৫ অনুযায়ী এ্যাড হক কমিটি ঘোষণা করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত আদেশ প্রদানের পূর্বে পরিষদকে উহার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(খ) দফা ক অনুযায়ী উপযুক্ত কারণ প্রদর্শিত হইলে চেয়ারম্যান পরিষদকে বাতিল না করিয়া উপরোক্ত ব্যর্থতা, অসামর্থ্য, স্বার্থ বিরোধিতা বা ক্ষমতার অপব্যবহার অপসারণের জন্য চেয়ারম্যানের মতে উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করিয়া দিয়া সাধারণ সম্পাদককে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(গ) দফা ক এর অধীনে কোন আদেশ প্রদান করা হইলে পরিষদের-

(i) সাধারণ সম্পাদক, অন্যান্য সম্পাদকবৃন্দ, কোষাধ্যক্ষ ও নির্বাহী সদস্যগণ উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে তাহাদের পদে বহাল থাকিবেন না।

(ii) পরিষদের যাবতীয় দায়িত্ব অনুচ্ছেদ ১৫ অনুযায়ী গঠিত এ্যাড হক কমিটির উপর ন্যস্ত হইবে।

অনুচ্ছেদঃ ৪০। কমিটি গঠন ঃ- (ক) চেয়ারম্যান অথবা সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান প্রয়োজন বোধে নিম্নোক্ত কমিটিগুলোসহ প্রয়োজনীয় যেকোন কমিটি গঠণ করতে পারবেন-

(i) শিক্ষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত কমিটি

(ii) খেলাধূলা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত কমিটি

(iii) আর্থিক সাহায্য সংক্রান্ত কমিটি

(iv) মেডিক্যাল ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কমিটি

(v) ক্যান্টিন/দোকান সংক্রান্ত কমিটি

(vi) হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত

(খ) দফা ক তে উল্লেখিত কমিটি গুলোতে প্রয়োজন বোধে সাধারণ সদস্যগণকে অর্ন্তভূক্ত করা যাবে। তবে শর্ত থাকে যে, কোন কমিটিতে একজনের অধিক সংখ্যক সাধারণ সদস্যকে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে না।

(গ) চেয়ারম্যান অথবা সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান কমিটির কার্যাবলী ক্ষমতা ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করিয়া দিবেন।

অনুচ্ছেদঃ ৪১। নথিপত্র ও প্রতিবেদন ঃ- সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্ট-

(ক) উহার কার্যাবলীর নথি ও রেজিস্টার নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবে।

(খ) নির্ধারিত বিষয়ের উপর সাময়িক প্রতিবেদন ও বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে।

(গ) নথিতে কোন প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত পাশ বা অনুমোদন করানোর জন্য প্রত্যেকটি নথির প্রক্রিয়া দপ্তর সম্পাদকের স্বাক্ষরের মাধ্যমে শুরু হবে এবং সাধারণ সম্পাদক, ভাইস চেয়ারম্যান (নির্বাহী), সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান এর স্বাক্ষরের পর চেয়ারম্যান কর্তৃক পাশ বা অনুমোদন হবে ; তবে নথিটি দপ্তর সম্পাদক কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হইলে সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষর করিবেন না, অনুরুপভাবে সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হইলে ভাইস চেয়ারম্যান (নির্বাহী) ও সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান উহাতে স্বাক্ষর করিবেন না।
তবে শর্ত থাকে যে, পরিষদের কোরাম রেজুলেশন ব্যতীত কোন প্রকার নোটসীটে কোন অনুমোদন বৈধ হবে না।

(ঘ) চেয়ারম্যান নথিতে স্বাক্ষর করিবার পূর্বে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করিবেন-

(i) নথির নোটে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তাব্যক্তিগণের স্বাক্ষর রয়েছে,

(ii) নথিতে রেজুলেশনের কপি সংযুক্ত রয়েছে, অথবা

(iii) নথিতে কমিটির সুপারিশসহ প্রতিবেদন সংযুক্ত রয়েছে।

(iv) অর্থ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে নথিতে বাজেট বিবরণী সংযুক্ত রয়েছে।

(ঙ) অনুচ্ছেদ ৩৭ ও ৩৮ এর অধীনে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত হিসাবে গৃহীত হয়নি অথবা অনুচ্ছেদ ৪০ এর অধীণে গঠিত কমিটি সুপারিশ সহ প্রতিবেদন দাখিল করেনি এমন কোন বিষয়ে নথি উপস্থাপন করা যাবে না। সে হিসেবে অনুচ্ছেদ ৪০ এর অধীনে গঠিত কমিটির সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রত্যেকটি নথিতে সংযোজন করতে হবে।

অনুচ্ছেদঃ ৪২। বার্ষিক প্রতিবেদন ঃ- সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্ট পরিষদ প্রতি ইংরেজী বর্ষ সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উক্ত বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে প্রকাশ করিবে।

অনুচ্ছেদঃ ৪৩। পরিষদের কর্মচারী ঃ- সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্ট উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারবে।
(খ) ট্রাষ্টের কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলি পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

অনুচ্ছেদঃ ৪৪। তহবিল গঠণঃ ক) সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্টের কল্যাণ তহবিল নামে একটি তহবিল থাকবে যা নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা গটিত হইবে

(i) সাধারণ সদস্যগণের প্রদত্ত মাসিক চাঁদা

(ii) যে কোন ধরণের অনুদান সাহায্য বা মঞ্জুরী

(iii) ট্রাষ্ট বিষয় হতে লব্দ আয়

(iv) ট্রাষ্ট সম্পদ পরিচালনা হতে লব্দ আয়

(খ) সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্টের ট্রাষ্ট তহবিল নামে একটি তহবিল থাকবে যা নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত আয়/অর্থ দ্বারা গঠিত হইবে।

(i) মনোনয়ন ফরম বিক্রয় এবং নির্বাচনী কার্যক্রম হইতে প্রাপ্ত আয়

(ii) টেন্ডার ফরম বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত আয়

(iii) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিক্ষাসফর, প্রকাশনা, খেলাধুলা বা অন্যান্য কার্যক্রম হইতে প্রাপ্ত আয়

(iv) বিভিন্ন ধরণের চার্জ ও ফি হতে প্রাপ্ত আয়

(v) বাৎসরিক লটারী হইতে লব্দ আয়

অনুচ্ছেদঃ ৪৫। ব্যাংক হিসাব ও ক্যাশঃ (ক) ট্রাষ্টের উভয় তহবিল সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের শাখায় ট্রাষ্টের নামে পরিচালিত হইবে। ট্রাষ্টের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক এর যুক্ত স্বাক্ষরে ট্রাষ্ট্রের তহবিল হইতে টাকা উত্তোলন করা যাইবে। সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক যৌথভাবে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করিবেন।

(খ) ট্রাষ্টের ফান্ড বৃদ্ধিকল্পে এক বা একাধিক এফ. ডি. আর একাউন্ট অথবা অপর যে কোন লাভজনক সঞ্চয়ী হিসাব খোলা বা সঞ্চয়পত্র ক্রয় করা যাইবে । মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় নিজের একক সিদ্ধান্তে অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদের পরামর্শক্রমে উক্ত সঞ্চয় প্রয়োজনবোধে চালু করিতে পারিবেন। উক্ত সঞ্চয় ট্রাষ্টের নামে সঞ্চয়ী মেয়াদী হইতে হইবে এবং ট্রাষ্টের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক উহা পরিচালিত হইবে। মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে উক্ত সঞ্চয় ভাঙ্গানোর প্রয়োজন দেখা দিলে কার্যনির্বাহী পরিষদ ও চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

(গ) ট্রাষ্টের জরুরী খরচ সমাধানকল্পে সাধারণ সম্পাদক ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকা ক্যাশ রাখিতে পারিবেন। উক্ত ক্যাশ টাকা সাধারণ সম্পাদকের নিকট সঞ্চিত থাকিবে। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় বা সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয়ের মঞ্জুরীর পর যে সবক্ষেত্রে ব্যাংক হইতে তাৎক্ষণিকভাবে টাকা উঠানো সম্ভব হইবে না কেবল মাত্র সেই সবক্ষেত্রে জরুরী ভিত্তিতে উক্ত ক্যাশ হইতে প্রয়োজন মিটানো হইবে। পরবর্তীতে ব্যাংক হইতে টাকা উঠাইয়া সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্যাশের ঘাটতি পুরণ করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদঃ ৪৬। কল্যাণ তহবিলে অর্থ প্রদানঃ (ক) সাধারণ সদস্যগণের মাসিক চাঁদা হিসেবে আদায়কৃত অর্থ কল্যাণ ট্রাষ্টের কোষাধ্যক্ষ সংশ্লিষ্ট আদায়কারীর নিকট হইতে প্রতিমাসের ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করে পরবর্তী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে তাহা কল্যাণ তহবিলের ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করিবেন।

(খ) সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্টের অধীনে পরিচালিত দোকান ও ক্যান্টিন মালিকগণ মাসিক ভাড়ার টাকা প্রতিমাসের ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে কল্যাণ তহবিলের ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করে ব্যাংক রশিদ পরবর্তী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কোষাধ্যক্ষের নিকট অর্পণ করে ট্রাষ্ট রশিদ সংগ্রহ করিবেন।

(গ) দফা ক ও খ এর অধীনে প্রাপ্ত ব্যাংক রশিদ কোষাধ্যক্ষ পরবর্তী সভায় সভ্যগণের পরিদর্শনের জন্য উপস্থাপন করিবেন।

অনুচ্ছেদঃ ৪৭। দরখাস্তের ফলাফলঃ সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক যে কোন বিষয়ে দাখিলকৃত প্রত্যেকটি আবেদন অনুমোদন ও অননুমোদন বা বাতিল সংক্রান্ত ফলাফল নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করতে হইবে।

অনুচ্ছেদঃ ৪৮। তহবিলের প্রয়োগঃ (ক) সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্ট এর সাধারণ সদস্যদের কল্যাণমূলক সকল কার্যাবলীর ব্যয় কল্যাণ তহবিল হইতে নির্বাহ করা হইবে।

(খ) নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যয় কল্যাণ তহবিল হইতে নির্বাহ করা হইবে।

(গ) অফিস পরিচালনা ও সভা পরিচালনা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় ট্রাষ্ট তহবিল হইতে নির্বাহ করা হইবে তবে উক্তরূপ ব্যয় ট্রাষ্ট তহবিল হইতে নির্বাহ করা সম্ভব না হইলে চেয়ারম্যানের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে তা কল্যাণ তহবিল হইতে নির্বাহ করা যাইবে।

অনুচ্ছেদঃ ৪৯। বাজেট প্রনয়ণ : (ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক প্রতি ইংরেজী বৎসর শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত ইংরেজী বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়সহ একটি বার্ষিক বাজেট বিবরণী চেয়ারম্যানের নিকট পেশ করবে।

(খ) চেয়ারম্যান বাজেট বিবরণী প্রাপ্ত হইয়া উহাতে কোন ভূল থাকিলে তাহা সংশোধন করিয়া বা প্রয়োজন অনুযায়ী সংযোজন ও পরিমার্জন করিয়া ট্রাষ্টের কার্যনির্বাহী পরিষদকে অবহিত করিবেন। উহাই হবে সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্টের বার্ষিক বাজেট।

(গ) সাধারণ সদস্যগণের জ্ঞাতার্থে বাজেট বিবরণী নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে প্রকাশ করতে হবে।

(ঘ) চেয়ারম্যান কোন নথিতে সংযুক্ত বার্ষিক বাজেট বিবরণী না দেখিয়া কোন অর্থ মঞ্জুরীর প্রস্তাব অনুমোদন করিবেন না।

অনুচ্ছেদঃ ৫০। হিসাব রক্ষণঃ (ক) ট্রাষ্ট উহার আয়-ব্যায়ের যথাযথ হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(খ) বার্ষিক হিসাব বিবরণী সাধারণ সদস্যগণের জ্ঞাতার্থে নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে প্রকাশ করতে হবে।

অনুচ্ছেদঃ ৫১। হিসাব নিরীক্ষাঃ (ক) ট্রাষ্টের হিসাবপত্র প্রতি ইংরেজী বৎসরে একবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করিতে হইবে।

(খ) চেয়ারম্যান ক্ষমতা ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করিয়া দিয়া হাইকোর্ট বিভাগের একজন একাউন্টস অফিসারকে অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য নহেন এমন কোন ব্যক্তিকে ট্রাষ্টের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নির্দেশ দিতে পারবেন অথবা কোন হিসাব নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ট্রাষ্টের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(ঘ) নিরীক্ষক নির্দেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিরীক্ষাকার্য সমাপ্ত করিয়া সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে চেয়ারম্যান সমীপে একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

ঙ) নিরীক্ষক নিরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোন নথি কল্যাণ ট্রাষ্টের নিকট হইতে তলব করিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদঃ ৫২। ট্রাষ্টের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণঃ- (ক) চেয়ারম্যান যদি এরুপ অভিমত পোষণ করেন যে ট্রাষ্টের কার্য নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজ কর্ম আইনের সাথে সঙ্গতি পূর্ণ নহে অথবা সাধারণ সদস্যদের স্বার্থের পরিপন্থী তাহলে-

(i) পরিষদের কার্যক্রম বাতিল করতে পারবেন।

(ii) পাশকৃত প্রস্তাবের ভিত্তিতে বাস্তবায়নাধীন কোন কার্য স্থগিত রাখতে পারবেন।

(iii) পরিষদকে কোন কাজ করা বা না করার জন্য আদেশ দিতে পারিবেন।

(iv) ট্রাষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কিত যেকোন আদেশ দিতে পারিবেন।

(খ) দফা ক তে উল্লেখিত আদেশ দেওয়ার ১৫ (পনের) কার্য দিবসের মধ্যে ট্রাস্টের পরিষদ চেয়ারম্যানের আদেশ পূর্নবিবেচনার জন্য লিখিত ভাবে আবেদন করিতে পারিবেন।

(গ) চেয়ারম্যান পূর্নবিবেচনার আবেদন প্রাপ্ত হওয়ার ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আদেশ বহাল রাখিবেন অথবা সংশোধন করিবেন বা বাতিল করিবেন।

(ঘ) দফা গ অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হইলে দফা গ তে উল্লেখিত মেয়াদান্তে উক্ত আবেদন খারিজ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদঃ ৫৩। জবাবদিহিতাঃ (ক) সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্ট পরিষদের প্রত্যেক ব্যক্তি ট্রাষ্ট সম্পর্কে তার কৃত যে কোন কাজের জন্য পরিষদের কাছে জবাব দিহি করতে বাধ্য থাকিবেন।

(খ) কোন ব্যাক্তি জবাবদিহিতার মাধ্যমে পরিষদকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে পরিষদ তার বিরুদ্ধে অনুচ্ছেদ ১৪ অনুযায়ী অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা যাবে।

অনুচ্ছেদঃ ৫৪। মাসিক চাঁদাঃ সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্টের সাধারণ সদস্যগণের প্রদেয় মাসিক চাঁদার পরিমান হবে ২৫০/- (দুইশত পন্ঞাশ) টাকা। তবে সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্ট পরিষদ তহবিলে পরিশোধিতব্য সাধারণ সদস্যগণের মাসিক চাঁদার পরিমাণ সাধারণ সভায় অনুমোদনক্রমে পরিবর্তন হ্রাস বৃদ্ধি ও নির্ধারণ করিতে পারিবেন। চেয়াম্যানের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকরি পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধাতিতে উক্ত চাঁদা আদায় করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদঃ ৫৫। চার্জ এবং ফি নির্ধারণঃ সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্ট পরিষদ বিভিন্ন আবেদন, যেমন- আর্থিক সাহয্যের আবেদন ফি, অগ্রীম উত্তোলনের আবেদন ফি, এককালীন প্রাপ্য অর্থ গ্রহণের আবেদন ফি ও তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফি নির্ধারণ ও পূনঃ নির্ধারণ এবং প্রত্যেক আবেদনের বিপরীতে মঞ্জুরকৃত অর্থের উপর শতকরা হারে চার্জ নির্ধারণ ও পূনঃ নির্ধারণ করে আরোপ করতে পারিবে।

অনুচ্ছেদঃ ৫৬। অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশ বাতিলঃ এই গঠণতন্ত্রের কোন অনুচ্ছেদ বা উহার অংশবিশেষ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, (হাইকোর্ট বিভাগ) রুলস, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, (আপীল বিভাগ) রুলস, প্রচলিত কোন আইন, চাকুরী বিধিমালা বা সুপ্রীম কোর্ট প্রণীত অন্যকোন রুলস এর সহিত যতটুকু অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে ততটুকু মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের লিখিত আদেশে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এরুপ কোন অনুচ্ছেদ বা উহার অংশ বিশেষ উপরোক্ত ভাবে বাতিল না হওয়া পর্যন্ত কল্যাণ ট্রাষ্টের সাধারণ সদস্য রয়েছেন এমন কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কল্যাণ ট্রাষ্ট পরিষদের নির্বাচিত কোন প্রতিনিধি উক্ত অনুচ্ছেদ বা উহার অংশ বিশেষের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করিলে বা কোন কাজ করিলে বা কোন আচরণ করিলে তাহার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

অনুচ্ছেদঃ ৫৭। ট্রাষ্ট বিষয়ের উপর নিয়ন্ত্রণঃ (ক) সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্টের অধীনে পরিচালিত ক্যান্টিন, দোকান, কল্যাণ ট্রাষ্ট কার্যালয় ও অন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা বিনিয়োগ সম্পর্কিত যে কোন কাজ চেয়ারম্যান বাতিল বা বন্ধ বা স্থগিত রাখতে আদেশ দিতে পারবেন।

(খ) দফা ক তে উল্লেখিত আদেশ দেওয়ার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পরিষদ চেয়ারম্যানের আদেশ পূর্নবিবেচনার জন্য লিখিত বা মৌখিক ভাবে আবেদন করিতে পারিবে।

(গ) চেয়ারম্যান পুনর্বিবেচনার আবেদন প্রাপ্ত হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আদেশ বহাল বাখিবেন বা সংশোধন করিবেন বা বাতিল করিবেন

(ঘ) দফা গ অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হইলে দফা গ তে উল্লেখিত মেয়াদান্তে উক্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

অনুচ্ছেদঃ ৫৮। দায়িত্ব হস্তান্তর ঃ পরিষদ গঠণের পর পূর্ববর্তী সাধারণ সম্পাদক বা সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালনকারী অন্য কোন ব্যক্তি তাঁহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা পরিষদের সকল নগদ অর্থ, সম্পদ, দলিল দস্তাবেজ, রেজিস্টার ও সীল মোহর যতশ্রীঘ্র সম্ভব সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান কর্তৃক স্থিতিকৃত তারিখ, সময় ও স্থানে নতুন নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক বা ক্ষেত্রমতে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট ভাইস চেয়ারম্যান (নির্বাহী) এর উপস্থিতিতে বুঝাইয়া দিবেন।

অনুচ্ছেদঃ ৫৯। ক্ষমতা অর্পণঃ চেয়ারম্যান এই গঠণতন্ত্র অনুসারে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান, যুগ্ম-সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান (নির্বাহী) ও ভাইস চেয়ারম্যান (আপীল) এর অনুপস্থিতিতে বা অক্ষমতার ক্ষেত্রে তাহার বা তাহাদের দায়িত্ব বা ক্ষমতা সহকারী রেজিস্ট্রার এর নিম্নে নয় এমন কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করতে পারবেন।

অনুচ্ছেদঃ ৬০। দূর্নীতিঃ (ক) এই গঠণতন্ত্রের বিধি লঙ্ঘনপূর্বক কোন কাজ অথবা এই গঠণতন্ত্রে বিধান করা হয় নাই এমন কোন কাজ যা সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্টের সাধারণ সদস্যগণের সাধারণ স্বার্থের পরিপন্থী এবং যাহা সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্ট পরিষদের যেকোন নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক অসৎ উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা হয় তাহা হইলে তাহার এইরুপ কৃতকাজ দুর্নীতি বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) কাহারো দূর্নীতির জন্য কল্যাণ ট্রাষ্টের যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি সাধিত হইবে তাহা পূরণের জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন।

(গ) দফা ক তে উল্লেখিত কোন দূর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হইলে চেয়ারম্যান উপযুক্ত যেকোন ব্যক্তিকে উক্ত অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদঃ ৬১। দূর্নীতির শাস্তিঃ অনুচ্ছেদ ৬১ অনুযায়ী কোন ব্যক্তির দূর্নীতি তদন্তে প্রমাণিত হইলে চেয়ারম্যান অভিযুক্ত ব্যক্তির-

(ক) চাকুরী শেষে কল্যাণ ট্রাষ্ট হতে এককালীন প্রাপ্য অর্থ হতে ক্ষতির পরিমাণের সমতুল্য অর্থ

(খ) চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত জরিমানার অর্থ

(গ) অন্যকোন উপযুক্ত জরিমানা ও ক্ষতিপুরণের অর্থ আদায়ের জন্য আদেশ দিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদঃ ৬২। সংশোধনঃ (ক) এই গঠনতন্ত্রের অর্ন্তভূক্ত যে কোন অংশ অনুচ্ছেদ বা শব্দ সংশোধন, পরিবর্তন, ও পরিমার্জন করা যাবে।

(খ) এই গঠণতন্ত্রের যেকোন অংশ সংশোধন পরিবর্তন ও পরিমার্জনের নিমিত্ত সাধারণ সভায় প্রস্তাব উথাপনের জন্য কল্যাণ ট্রাষ্টের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন হবে।

(গ) কল্যাণ ট্রাষ্টে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন পুষ্ট কোন সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জনের প্রস্তাব পরবর্তী সাধারণ সভায় সংখ্যা গরিষ্ঠের কণ্ঠ ভোটে মাননীয় চেয়ারম্যান বা সভার সভাপতির অনুমোদনের মাধ্যমে গৃহীত হবে।

অনুচ্ছেদঃ ৬৩। নীতি বা তফসিল প্রণয়নঃ সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্ট উহার কোন কাজ বা মূল উদ্দেশ্য সম্পাদনের লক্ষ্যে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া কোন বিধি, নীতি বা তফসিল প্রণয়ন করিয়া এই গঠণতন্ত্রের পরিশিষ্টভাগে সংযোজন করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে উপরোক্ত নীতি বা তফসিল প্রণয়নের জন্য মাননীয় চেয়ারম্যান ও সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান এর সম্মতির প্রয়োজন হবে।

আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে মূল গঠণতন্ত্রের কোন বিধানের সাথে তফসিলের কোন বিধান সাংঘর্ষিক হইবে সেক্ষেত্রে মূল গঠণতন্ত্রের বিধান প্রাধান্য পাইবে।

অনুচ্ছেদঃ ৬৪। নোটিশ জারীঃ সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্ট হতে ইস্যুকৃত প্রত্যেকটি নোটিশ ও বিজ্ঞপ্তি সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও দপ্তর সম্পাদক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত থকিবে। প্রত্যকটি নোটিশ ও বিজ্ঞপ্তির জন্য সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্ট কার্যালয়ে তারিখ সহ উহাদের একটি স্মারক নম্বর সংরক্ষণ করিবে। ট্রাষ্টের কোন কর্মচারী অথবা কোন নির্বাহী সদস্য সাধারণ সম্পাদক অথবা দপ্তর সম্পাদকের আদেশ অনুসারে নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি জারী করিবে। নোটিশ কোন ব্যাক্তিকে যাচনা করিলে তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করলে প্রকাশ্য নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে উহা জারী করা যাইবে।

অনুচ্ছেদঃ ৬৫। অসুবিধা দূরীকরণঃ এই গঠনতন্ত্রের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে চেয়ারম্যান উক্ত অসুবিধা দুরীকরণার্থে প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

তফসিল-১

সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্টের কর্মকর্তাগণের ক্ষমতা ও কর্তব্যঃ-

(ক) সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান : সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান সর্ব প্রকারে চেয়ারম্যানকে সকল কাজে সহায়তা করিবেন। চেয়ারম্যানের সাময়িক অনুপস্থিতিতে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান যাবতীয় কার্যভার, দায়িত্ব ও ক্ষমাতাদি সাময়িক ভাবে গ্রহন করিবেন। কোন কারণবশতঃ চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হলে চেয়ারম্যানের পদটি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান এই শূন্য পদে সাময়িকভাবে স্থলাভিষিক্ত হইবেন এবং ট্রাষ্টের কার্য পরিচালনা করবেন।

(খ) যুগ্ম সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যানঃ চেয়ারম্যান ও সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান হিসাবে এবং সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(গ) ভাইস চেয়ারম্যান (নির্বাহী)ঃ এই গঠনতন্ত্রের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(ঘ) ভাইস চেয়ারম্যান (আপীল)ঃ এই গঠনতন্ত্রে অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(ছ) সাধারণ সম্পাদকঃ ট্রাষ্টের কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত যাবতীয় সিদ্ধান্ত চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদন ও বাস্তবায়নের সর্বাঙ্গীন ও সম্পূর্ণ দায়িত্ব সাধারণ সম্পাদকের উপর ন্যস্ত থাকিবে। তিনি ট্রাষ্টের সকল প্রকার কার্যকলাপে নেতৃত্ব দিবেন এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নিম্মোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন-

(i) এই গঠণতন্ত্রের বিধান সাপেক্ষে তার অধঃস্তন যেকোন সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও সদস্যকে আদেশ নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(iii) সকল সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও সদস্যের সাথে সমন্বয় রাখবেন।

(iii) ট্রাষ্টের যাবতীয় খাতাপত্র, দলিল দস্তাবেজ, আসবাবপত্র ও বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

(iv) সরকারী বেসরকারী অফিস অথবা যেকোন ব্যক্তি বিশেষের সহিত প্রয়োজনীয় পত্রালাপ, ট্রাষ্টের বিজ্ঞপ্তি সমূহ ও দলিল বা চুক্তিনামায় ট্রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাক্ষর করিবেন।

(v) ট্রাষ্টের সাধারণ সভা, নির্বাহী সভা ও এই গঠনতন্ত্রের বিধানাবলী সাপেক্ষে অন্যান্য সভা আহবান করিবেন।

(vi) সভাদির কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উহা পাঠ করিয়া শুনাইবেন।

(vii) ট্রাষ্টের বাৎসরিক আয় ব্যয়ের বাজেট প্রস্তুত করিবেন এবং উহার বিবরণী চেয়ারম্যান সমীপে পেশ করিবেন।

(viii) প্রত্যেক বৎসরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করিবেন।

(ix) সাধারণ সদস্যগণের থেকে আদায়কৃত চাঁদার হিসাব বুঝিয়া লইবেন। চাঁদা আদায় ও অন্যান্য উৎস হতে আয় নিরবিচ্ছিন্ন ও নিয়মিত রাখার ব্যবস্থা করিবেন।

(x) নিয়মিত ব্যাংক সেটমেন্ট সংগ্রহ করিবেন।

(জ) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ঃ- যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন-

(i) সাধারণ সম্পাদক তার কার্যাবলীর যেটুকু যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের উপর ন্যাস্ত করিবেন

(ii) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন

(iii) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সভা আহবান ও সভায় উপস্থিত থেকে মতামত প্রদান করিবেন

(iv) এই গঠণতন্ত্রের বিধানাবলীর সাপেক্ষে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

(ঝ) দপ্তর সম্পাদকঃ- দপ্তর সম্পাদক নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন-

(i) সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশে কার্য সম্পাদন করিবেন

(ii) সকল দাপ্তরিক কার্য সম্পাদন করিবেন

(iii) সকল নথিপত্র, রেজিস্টার, ভলিউম ও ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করিবেন

(iv) নথি উপস্থাপন করিবেন

(v) সভাদির এজেন্ডা তৈরী করবেন

(ঞ) কল্যাণ সম্পাদক ঃ- কল্যাণ সম্পাদক নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন-

(i) কল্যাণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন এবং উহা সভায় উপস্থাপন করিবেন

(ii) সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশে কার্য সম্পাদন করিবেন

(ট) ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঃ- ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন-

(i) খেলাধুলা ও ব্যায়ামাদির আয়োজন করিবেন

(ii) সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিবেন

(iii) প্রকাশনার কার্যক্রম গ্রহণ করবেন

(iv) সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশে কার্য সম্পাদন করিবেন

(ঠ) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ঃ- মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন-

(i) মহিলা কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের নানাবিধ সমস্যা নিরসনে প্রয়াস চালাবেন

(ii) মহিলাদের জন্য মঙ্গলজনক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন

(iii) সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশে কার্য সম্পাদন করিবেন

(ড) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ঃ- ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন-

(i) ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করিবেন

(ii) সভাদিতে ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করিবেন অথবা উপর্যুক্ত পাঠকারীর সন্ধান করিবেন

(iii) সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশে কার্য সম্পাদন করিবেন

(ঢ) কোষাধ্যক্ষ ঃ- কোষাধ্যক্ষ নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন-

(i) কল্যাণ ট্রাষ্টের আয়ের খাতগুলো হতে নির্ধারিত পরিমাণ আয় নিয়মিত সংগ্রহ করিবেন।

(ii) এই গঠণতন্ত্রের বিধানাবলী সাপেক্ষে সকল প্রকার হিসাব সংরক্ষণ করিবেন ও সকল প্রকার হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিবেন এবং উহা সাধারণ সম্পাদকের নিকট দাখিল করিবেন।

(iii) বাজেট প্রণয়ন করিবেন এবং উহা পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন।

(iv) রেজিস্টার বই ব্যবহার করিবেন।

(v) সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশ মতে কার্য সম্পাদন করিবেন।

(ণ) নির্বাহী সদস্য ঃ- নির্বাহী সদস্য নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন-

(i) সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশে কার্য সম্পাদন করিবেন

(ii) ট্রাষ্ট পরিষদের সভায় উপস্থিত থেকে মতামত ও ভোট প্রদান করিবেন।

তফসিল-২

অনুচ্ছেদ ৩২ এর অধীনে এককালীন প্রাপ্য অনুদানের সারণী

২০১০ সালের বা তার পূর্বে চাকুরীতে যোগদান করিয়া সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্ট কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত মাসিক চাঁদা পরিশোধ করিয়া আসিতেছেন এমন কর্মকর্তা কর্মচারী অবসর গ্রহণ করিলে তিনি অবসর গ্রহণের প্রমান পত্র সংযুক্ত করিয়া এককালীন প্রাপ্য গ্রহণের দরখাস্ত দাখিল করিলে নিম্ন লিখিত ছকে উল্লেখিত সালগুলোর যে সালে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন সেই সালের ডান পার্শ্বের কলামে বর্ণিত পরিমান টাকা এককালীন প্রাপ্য অর্থ হিসাবে গ্রহণ করিবার অধিকারী হইবেন-

ক্রমিক নং-	সাল	এককালীন প্রাপ্য
০১	২০১৭	১,৩০,০০০
০২	২০১৮	১,৪০,০০০
০৩	২০১৯	১,৫০,০০০
০৪	২০২০	১,৬০,০০০
০৫	২০২১	১,৭০,০০০
০৬	২০২২	১,৮০,০০০
০৭	২০২৩	১,৯০,০০০
০৮	২০২৪	২,০০,০০০
০৯	২০২৫	২,১০,০০০
১০	২০২৬	২,২০,০০০
১১	২০২৭	২,৩০,০০০
১২	২০২৮	২,৪০,০০০
১৩	২০২৯	২,৫০,০০০
১৪	২০৩০	২,৬০,০০০
১৫	২০৩১	২,৭০,০০০
১৬	২০৩২	২,৮০,০০০
১৭	২০৩৩	২,৯০,০০০
১৮	২০৩৪	৩,০০,০০০

তফসিল-৩

অনুচ্ছেদ ৯ এর অধীন ফরম

আমি (নাম) ঃ .....

পদবী ঃ ..... আপীল বিভাগ/হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্টের (সাধারণ সম্পাদক/সম্পাদক/কোষাধ্যক্ষ/সদস্য/যে পদে নির্বাচিত) হইয়া ঘোষণা

করিতেছি যে, আমি অদ্য আমার কার্যভার গ্রহণ করিলাম এবং আমি গঠণতন্ত্র অনুযায়ী এবং সততা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিব।

স্বাক্ষর
নাম
পদবী
ভোটার আই.ডি নং

তফসিল-৪

সুপ্রীম কোর্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী বিনোদন, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও কল্যাণ ট্রাষ্ট।
আবেদন ফরম

ছবি

বরাবর,
চেয়ারম্যান,
সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্ট।

মাধ্যমঃ-সাধারণ সম্পাদক, সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্ট।

বিষয়ঃ- এককালীন অনুদান প্রাপ্তির/আর্থিক সাহায্যের/আপদকালীন সাহায্যের/অগ্রীম উত্তোলনের আবেদন।

জনাব,

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্ট হইতে এককালীন অনুদান প্রাপ্তির/আর্থিক সাহায্যের/আপদকালীন সাহায্যের/অগ্রীম উত্তোলনের জন্য মহোদয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা করছি। নিম্নে আমার বৃত্তান্ত প্রদান করিলাম-

১।	নাম ঃ	
২।	পদবী ঃ	
৩।	চাকুরীতে যোগদানের তারিখ ঃ	
৪।	চাকুরিকাল ঃ	
৫।	জন্ম তারিখ ঃ	
৬।	অবসর গমনের তারিখ ঃ	
৭।	মৃত্যুর তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)ঃ	
৮।	প্রার্থিত টাকার পরিমান ঃ	
৯।	মোট জমাকৃত টাকার পরিমান ঃ	
১০।	আবেদনের কারণ ঃ	

১১।	পূর্বে গৃহীত অর্থের পরিমান ঃ	
১২।	পূর্বে গ্রহণের বিবরণ	

অতএব, মহোদয়ের প্রার্থনা আমাকে আমার প্রার্থিত সাহায্য/অনুদান প্রদানে আপনার মর্জি হয়।

নিবেদক

নামঃ
গ্রামঃ
পোঃ
থানাঃ
জেলাঃ

তফসিল-৫

রেজুলেশন ফরম

অদ্য...../...../২০.....খ্রিঃ তারিখ রোজ .....বার সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্ট কার্যালয়ে সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাষ্ট পরিষদ (২০--২০--) এর .....তম কার্যনির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গত সভা থেকে অত্র সভা অনুষ্ঠানের ব্যবধান.....দিন।

সভার অলোচ্য সূচীঃ-

১।

২।

ভোটবৃত্তান্তঃ

গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহঃ

১।

২।

স্বাক্ষরসহ সবাই উপস্থিতিরি তালিকাঃ

উপস্থিতঃ

তফসিল-৬

তথ্য সরবরাহের আবেদন ফরম

১। চাহিত তথ্যের ধরণঃ

.....

.....

স্বাক্ষরঃ

তারিখঃ

আবেদনকারীর নাম ও পদবীঃ

২। চাহিত তথ্যের জবাবঃ .....

.....

.....

সাধারণ সম্পাদক

সুপ্রীম কোর্ট কল্যাণ ট্রাস্ট